NTRCA Lecturer and Assistant Teacher Subject Wise Notes

SSC 2nd Chapter

কৃষি উপকরণ

- উদ্ভিদের বংশবিস্তারের প্রধান মাধ্যম হলো- বীজ।
- সকল কৃষিতাত্ত্বিক বীজ অন্তর্ভুক্ত নয়- উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজের।
- ধান, গম, সরিষা, তিল, শিম, বরবটি, টমেটো, ফুলকপি, মরিচ, জিরা, ধৈঞ্চা, জাম, কাঁঠাল হলো- উদ্ভিদতাত্ত্বিক বা প্রকৃত বীজ।
- আমের কলম, আলুর কন্দ, মিষ্টি আলুর লতা, আখের কান্ড, কলাগাছের সাকার, কাঁকরোলের মূল, আদা, হলুদ, রসুন, কচু ও সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ অন্তর্ভুক্ত- কৃষিতাত্ত্বিক বীজের
- বীজ উৎপাদন হলো একটি- জটিল প্রক্রিয়া।
- বীজ উৎপাদনের জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয়- প্রত্যায়িত বীজ।
- বীজ উৎপাদনের জমিতে জৈব পদার্থ থাকা উচিত- অন্তত ২ ভাগ।
- আলুর ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসেবে কাজ করে- বথুয়া।
- আলু গাছের মাটির উপরের সম্পূর্ণ গাছ উপড়ে ফেলাকে বলা হয়- হাম পুলিং।
- আধুনিক জাতের আলুর পরিপক্কতা আসতে সময় লাগে-৮৫-৯০ দিন।
- ছোট ও অগভীর বদ্ধ জলাশয় যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা হয় তাকে বলে- পুকুর।
- আদর্শ পুকুরের জন্য উত্তম হলো- দোআঁশ, পলি-দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি।
- আদর্শ পুকুরের জন্য পানির সুবিধাজনক গভীরতা হলো- ০.৭৫-২ মিটার।
- পুকুরের তলার কাদার পুরুত্ব ন্যূনতম হতে পারে- ২০-২৫ সেমি। আদর্শ পুকুরের পাড়ের ঢাল- ১ঃ২।
- দেশীয় কার্প জাতীয় মাছগুলো হলো- রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্পিও।
- রুই জাতীয় মাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়- ২৫ থেকে ৩০০ সে তাপমাত্রায়।
- মাছ চাষের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন- ১-২-পিপিএম।
- মাছ চাষের জন্য পুকুরে পানির pH ৬.৫ হতে ৮.৫ হলে ভালো।
- পানির স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে পুকুরকে ভাগ করা হয়-২ ভাগে।
- মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত পুকুরের আকৃতি- আয়তকার। পুকুরের পাড়ের ঢাল হওয়া উচিত নূন্যতম- ১.৫:২।
- পুকুরের উপরের তলের ধার ও মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে বলা হয়-বকচর।
- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি হলো- রাক্ষুসে মাছ। পুকুরে অচাষযোগ্য মাছ হলো- পুঁটি, চাপিলা, চান্দা।
- বিষ দেওয়ার পর পুকুরে পানি ব্যবহার ও নতুন মাছ ছাড়া যাবে না- ৭-১০ দিন।
- মাছ মারার জন্য রাসায়নিক বিষ হলো- ফসফটক্সিন ট্যাবলেট।
- ২০ সেমি. ব্যাসযুক্ত টিনের সাদা-কালো থালাকে বলা হয়- সেক্সিডিস্ক।।
- পুকুরে চুন প্রয়োগের পর সার প্রয়োগ করা হয়- ৫-৭ দিন পর।
- পোনাভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে- ১৫-২০ মিনিট।

fb:@krisishikkha.com

- নদীমাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মোট আয়তন- প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর।
- বাংলাদেশের আওতাধীন বঙ্গোপসাগরের আয়তন- ১.১৮৮ লক্ষ বর্গ কিমি।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ যথাক্রমে-৮২% ও ১৮%।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে মুক্ত জলাশয়- ৩৮.৯০ লক্ষ হেক্টর।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন-৮.১৫ লক্ষ হেক্টর।
- যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবিলা করছে তাকে বলে- চরম বিপন্ন প্রজাতি।
- যে প্রজাতির অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি আছে তাকে বলে-বিপন্ন প্রজাতি।
- যে প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে বলে- ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি।
- যে জলাশয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারাবছর বা দীর্ঘমেয়াদি অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয় তাকে বলে- মৎস্য অভয়াশ্রম।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মৎস্য অভয়াশ্রম আছে- ৫০০টি।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়- ১৯৫০ সালে।
- জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩ সে.মি. এর নিচের আকৃতির যে সকল মাছ ধরা নিষেধ সেগুলো হলো- রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ও ঘনিয়া মাছ।
- ৯ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ মাছকে বলা হয়- জাটকা।
- নভেম্বর থেকে এপ্রিল, পর্যন্ত ৯ ইঞ্চি আকৃতির- পাঙ্গাশ ধরা নিষেধ।
- ৩০ সেমি এর ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইড় মাছ ধরা নিষিদ্ধ- ফেব্রুয়ারি হতে জুন পর্যন্ত।
- ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ধরা যাবে না- শোল, গজার, টাকি মাছ।
- ফাঁস জালের প্রচলিত নাম- কারেন্ট জাল।
- মাছ ধরার ক্ষেত্রে যে ব্যাসের ফাঁস জাল নিষিদ্ধ তা হলো- ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তার কম।
- প্রথমবার মৎস্য আইন ভঙ্গকারীর জরিমাণা- সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা
- দ্বিতীয়বার মৎস্য আইন ভঙ্গকারীর কারাদণ্ড- ২ মাস হতে ১ বছর পর্যন্ত।
- পারিবারিকভাবে তৈরিকৃত ছোট খোঁয়াড়ে হাঁস-মুরগি পালন করা যায়- ১০-১৫টি।
- হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির প্রথম ধাপ- আবাসনের স্থান নির্বাচন।
- হাঁস-মুরগির জন্য সবচেয়ে ভালো- আয়তাকার আকৃতির ঘর।
- বৃষ্টিপাত অঞ্চলের হাঁস-মুরগির জন্য খুবই উপযোগী- গ্যাবল টাইপের ঘর।
- ডিমপাড়া হাঁস-মুরগির ঘরে হাঁস-মুরগি পালন করা হয়- ২১-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত
- যে ঘরে বাচ্চা ফোটে তাকে বলা হয়- হ্যাচারি ঘর।
- ব্রয়লার ঘরে মুরগিকে পালন করা হয়- ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত। ।
- হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা থাকতে হবে- দক্ষিণ দিকে
- ১০০টি বয়স্ক মুরগিকে লিটার পদ্ধতিতে পালতে জায়গার প্রয়োজন-২৮ বর্গমিটার।
- খাঁচা পদ্ধতিতে বয়স্ক পাখির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ- ০.০২-০.০৭ বর্গমিটার।
- হাঁস-মুরগির খামার পরিচালনায় খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ হয়- ৭০ ভাগ।
- ২৪ ঘণ্টায় কোনো পশু বা পাখি দ্বারা গৃহীত খাদ্যকে বলা হয়-রেশন।

fb.@krisishikkha.com

- বাড়ন্ত লেয়ার মুরগির রেশনের মেয়াদকাল- ৯-১৯ সপ্তাহ।
- লেয়ার মুরগির রেশন- ৩ প্রকার।
- লেয়ার মুরগির রেশনের মেয়াদকাল- ২০-৭২ সপ্তাহ।
- ব্রয়লার মুরগির স্টার্টার দেওয়া যায়- ২ সপ্তাহ পর্যন্ত।
- খনিজের ঘাটতি পূরণে মুরগির খাদ্যে মিশাতে হয়- ঝিনুকের গুঁড়া।
- হাঁস-মুরগির জন্য মিশ্রিত রেশনের রং- বাদামি।
- হাঁসকে প্রচুর খাবার সরবরাহ করতে হয়- প্রথম ৮ সপ্তাহ।
- একটি বাড়ন্ত হাঁস দৈনিক খাদ্য খায়- ৮৫ গ্রাম।
- পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে শক্তি উৎপাদন করে- খাদ্য।
- গবাদিপশুর খাদ্য প্রধানত- ২ প্রকার।
- রাফেজ জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে- আঁশ।
- দানাজাতীয় খাদ্য- দুই প্রকার।
- আলফা-আলফা, কাউপি, খেসারি, মাসকলাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি হলো- লিগিউম জাতীয় ঘাস।
- কম পরিমাণ আঁশ ও বেশি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়- দানাদার খাদ্যে।
- উন্নতমানের সাইলেজের জন্য ব্যবহার করতে হয়- ভুট্টা, আলফা-আলফা।
- সাইলেজের জন্য ভুট্টা গাছকে কাটতে হয়- ভূমি থেকে ১০-১২ সেমি উচ্চতায়।
- লিগিউম গাছের মূলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ধরে রাখে-রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া।
- ভালো মানের হে তে আর্দ্রতার পরিমাণ- সর্বোচ্চ ২০-২৫%।

ভাইভার জন্য পড়ুন

প্রশ্ন-১, বীজ কী?
উত্তর: বীজ হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের জন্য ব্যবহৃত অংশ।

প্রশ্ন-২, আজ বীজ কাকে বলে?
উত্তর: উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, কুঁড়ি, শিকড় ইত্যাদি যে সকল অংশ বংশ বিস্তারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অাজ বীজ বলে।

প্রশ্ন-৩, কৃষিতাত্ত্বিক বীজ কী?
উত্তর: উদ্ভিদের যেকোনো অংশ (মূল, পাতা, কান্ড, কুঁড়ি, শাখা) যা উপযুক্ত পরিবেশে একই জাতের নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাই কৃষিতাত্ত্বিক বীজ।

প্রশ্ন-৪, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কী?
উত্তর: উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বক হলো উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ।

প্রশ্ন-৫, বীজ জমি পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: বীজ জমি পৃথকীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত শস্য বীজের সাথে যেন অন্য জাতের বীজের সংমিশ্রণ না ঘটে।

প্রশ্ন-৬, রোগিং কী?
উত্তর: বীজ বপনের পরে চারা গজালে কাঙ্ক্ষিত চারা রেখে অন্য জাতের চারা বা আগাছা তুলে ফেলাই হলো রোগিং।

প্রশ্ন-৭, আলুর জমিতে শেষ চাষের পূর্বে কোন ঔষধ মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়।
উত্তর: স্টেবল ব্লিচিং পাউডার।

প্রশ্ন-৮. হাম পুলিং কী?
উত্তর: মাটির উপরে গাছের সম্পূর্ণ অংশকে উপড়ে ফেলাই হলো হাম পুলিং।

প্রশ্ন-৯. টিস্যু কালচার কাকে বলে?
উত্তর: একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোনো মিডিয়ামে বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াকে টিস্যু কালচার বলে।

প্রশ্ন-১০, পুকুর কী?
উত্তর: পুকুর হচ্ছে ছোট ও অগভীর জলাশয় যেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মাছ চাষ করা হয় এবং প্রয়োজনে একে শুকিয়ে ফেলা যায়।

fb@krisishikkha.com

প্রশ্ন-১১. আদর্শ পুকুর কী?
উত্তর: যে পুকুরে মাছ চাষের জন্য সব ধরনের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে তাই আদর্শ পুকুর।

প্রশ্ন-১২, রুই মাছের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
উত্তর: বুই মাছের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ২৫-৩০° সে।

প্রশ্ন-১৩, মাছের চাষের জন্য পুকুরের পানিতে প্রতি লিটারে কী পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন?
উত্তর: মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানিতে প্রতি লিটারে কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-১৪. পানির পিএইচ কী?
উত্তর: পানির পিএইচ হলো পানির অম্ল বা ক্ষার বা নিরপেক্ষ অবস্থা।

প্রশ্ন-১৫, ডিম পোনা কাকে বলে?
উত্তর: ডিম ফুটার পরের অবস্থাকে ডিম পোনা বলে।

প্রশ্ন-১৬, স্থায়ী পুকুর কাকে বলে?
উত্তর: যে পুকুরে সারা বছর পানি থাকে, অধিক গভীর হয় এবং এঁটেল ও দোআঁশ মাটি দ্বারা গঠিত তাকে স্থায়ী পুকুর বলে।

প্রশ্ন-১৭, ধানী পোনা কাকে বলে?
উত্তর: রেণু পোনা বড় হয়ে ধানের মতো আকার হলে তাকে ধানী পোনা বলে।।

প্রশ্ন-১৮, চারা পোনা কাকে বলে?
উত্তর: রেণু পোনা বড় হয়ে আঙ্গুলের মতো হলে অর্থাৎ ৭ সেমি এর উপরে হলে একে আঙ্গুলী পোনা বা চারা পোনা বলে।

প্রশ্ন-১৯. রেণু পোনা কাকে বলে?
উত্তর: ডিম পোনার কুসুম থলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থাকে রেণু পোনা বলে।

প্রশ্ন-২০. লালন পুকুর কাকে বলে?
উত্তর: যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা বা আঙ্গুলে পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে।

প্রশ্ন-২১. নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর কী?
উত্তর: যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় সেটিই নার্সারি পুকুর।

প্রশ্ন-২২. মৌসুমি পুকুর কাকে বলে?
উত্তর: যে পুকুরে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮ মাস) পানি থাকে তাকে মৌসুমী পুকুর বলে।

প্রশ্ন-২৩. পুকুরের কোন স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে?
উত্তর: পুকুরের উপরের স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে।

প্রশ্ন-২৪. মিনি পুকুর কাকে বলে?
উত্তর: যে পুকুরের আয়তন ১-৫ শতকের মধ্যে হয় তাকে মিনি পুকুর বা ছোট পুকুর বলে।

প্রশ্ন-২৫. রুই মাছ কোন স্তরের খাবার খায়?
উত্তর: বুই মাছ মধ্যস্তরের খাবার খায়।

প্রশ্ন-২৬, নেকটন কী?
উত্তর: নেকটন বা সাঁতারু হলো যারা পানিতে মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে পারে, সমস্ত পানিতে চড়ে বেড়ায় এবং খাদ্য খুঁজে খায়।

প্রশ্ন-২৭. মজুদ পুকুর কাকে বলে?
উত্তর: যে পুকুরে আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে।

প্রশ্ন-২৮. জু-প্লাংকটন কী?
উত্তর: জু-প্লাংকটন হচ্ছে পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান আণুবীক্ষণিক প্রাণীকণা।

প্রশ্ন-২৯, প্লাংকটন কী?
উত্তর: প্লাংকটন হলো পানিতে মুক্তভাবে ভাসমান অণুবীক্ষণিক জীব।

প্রশ্ন-৩০. বেনথোস কী?
উত্তর: তলবাসী বা বেনথোস হলো পুকুরের তলদেশে কাদার উপরে বা ভিতরে বসবাসকারী জীব।

প্রশ্ন-৩১. নির্গমনশীল উদ্ভিদ কাকে বলে?
উত্তর: যেসব উদ্ভিদের শিকড় পানির নিচে মাটিতে থাকে কিন্তু পাতা ও কাণ্ডের উপরের অংশ বা শুধু পাতা পানির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বা ভেসে থাকে তাদেরকে নির্গমনশীল উদ্ভিদ বলে।

fb@krisishikkha.com

প্রশ্ন-৩২, লতানো উদ্ভিদ কাকে বলে?
উত্তর: যে সকল উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের পাড়ে আটকানো থাকে এবং কান্ড ও পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে তাকে লতানো উদ্ভিদ বলে।

প্রশ্ন-৩৩, বকচর কী?
উত্তর: মাছ চাষের পুকুরের উপরিতলের ধার ও পাড়ের মধ্যবর্তী যে স্থানটুকু ফাঁকা রাখা হয় তাই বকচর।

প্রশ্ন-৩৪. রোটেনন কী?
উত্তর: রোটেনন হলো রাক্ষুসে মাছ দূরীকরণের পানিতে ব্যবহৃত মাছ মারার বিষ।

প্রশ্ন-৩৫, মহুয়ার খৈল কী?
উত্তর: মহুয়ার খৈল বা রোটেনন এক প্রকার মাছ মারার বিষ। যা দিয়ে রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ দূরীকরণ করে পুকুরকে মাছ চাষের। উপযোগী করা হয়।

প্রশ্ন-৩৬, রাক্ষুসে মাছ কাকে বলে?
উত্তর: যেসব মাছ চাষের মাছকে খেয়ে ফেলে তাকে রাক্ষুসে মাহ বলে।

প্রশ্ন-৩৭, জলজ আগাছা দমনে কি কি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: জলজ আগাছা দমনে কপার সালফেট বা তুতে, সিমাজিন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-৩৮, রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ মারার জন্য বিষ প্রয়োগের মাত্রা কত?
উত্তর: রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ মারার জন্য পুকুরে শতক প্রতি ৩০- ৩৫ গ্রাম রোটেনন অথবা ৩ কেজি মহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন-৩৯, ফসটক্সিন কী?
উত্তর: ফসটক্সিন হলো এক ধরনের রাসায়নিক বিষ যা দ্বারা মাছ মারা হয়।

প্রশ্ন-৪০, মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার কী?
উত্তর: মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে ফাইটোপ্লাংকটন ও জু- প্লাংকটন।

প্রশ্ন-৪১. সেভিডিস্ক কী?
উত্তর: সেকিডিস্ক হলো ২০ সেমি ব্যাসযুক্ত টিনের সাদা কালো থালা যার সাহায্যে পুকুরে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা হয়।

প্রশ্ন-৪২: চরম বিপন্ন প্রজাতির মাছ কাকে বলে?
উত্তর: যেসব প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতির মাছ বলে।

প্রশ্ন-৪৩, বিপন্ন প্রজাতির মাছ কাকে বলে?
উত্তর: যে প্রজাতির মাছ অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতির মাছ বলে।

প্রশ্ন-৪৪, ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির মাছ কাকে বলে?
উত্তর: যেসব প্রজাতির মাছ বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির মাছ বলে।

প্রশ্ন-৪৫. বর্তমানে দেশে মোট কতটি মৎস্য অভয়াশ্রম আছে?
উত্তর: বর্তমানে দেশে মোট ৫০০টি মৎস্য অভয়াশ্রম রয়েছে।

প্রশ্ন-৪৬, মৎস্য অভয়াশ্রম কী?
উত্তর: কোনো জলাশয় বা এর নির্দিষ্ট অংশ যেমন- হাওর, বিল বা নদীর অংশ যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বা সারাবছর বা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষেধ করে মাছের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয় তাই মৎস্য অভয়াশ্রম।

প্রশ্ন-৪৭. কয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির মাছের উদাহরণ দাও।
উত্তর: ফলি, গুলশা, কাজলি, মেনি ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির মাছ।

প্রশ্ন-৪৮, বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন কত?
উত্তর: বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর।

প্রশ্ন-৪৯. বাংলাদেশে স্বাদু পানিতে কত প্রজাতির মাছ রয়েছে?
উত্তর: বাংলাদেশে স্বাদু পানিতে ২৬০ প্রজাতির মাছ রয়েছে।
প্রশ্ন-৫০, মৎস্য সংরক্ষণ আইন কত সালে প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর: মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫৩ সালে প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন-৫১. ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে কোন সময়ে মাছ ধরা নিষেধ?

fb.@krisishikkha.com

উত্তর: ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রগুলোতে ১৫ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত মাছ ধরা নিষেধ।

প্রশ্ন-৫২, জাটকা কী?
উত্তর: যেসব ইলিশের আকৃতি ২৩ সেন্টিমিটারের কম সেগুলোই হলো জাটকা।

প্রশ্ন-৫৩. কারেন্ট জাল বা ফাঁস জাল কী?
উত্তর: কারেন্ট জাল বা ফাঁস জাল হলো ৪৫ সেমি বা তার কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাল।

প্রশ্ন-৫৪. খোঁয়াড় কাকে বলে?
উত্তর: পারিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মুরগি পালনের জন্য লক্ষ্যে রাতে আশ্রয়ের জন্য ছোট ঘরকে খোঁয়াড় বলে।

প্রশ্ন-৫৫. ব্রডার ঘর কাকে বলে?
উত্তর: যে ঘরে সদ্য ফোটা বাচ্চাদের জন্ম থেকে ৪ বা ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান, টিকা, লিটার, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করতে হয় তাকে ব্রুডার ঘর বলে।

প্রশ্ন-৫৬. গ্রোয়ার ঘর কী?
উত্তর: হাঁস-মুরগির খামারে ডিম উৎপাদনকারী হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে ৫/৭ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত যে ঘরে পালন করা হয় তাই। হলো গ্রোয়ার ঘর।

প্রশ্ন-৫৭. হ্যাচারি ঘর কী?
উত্তর: হাঁস-মুরগির হ্যাচারি খামারের অন্তর্গত যে ঘরে বাচ্চা ফোটে তাকে হ্যাচারি ঘর বলে।

প্রশ্ন-৫৮. ব্রয়লার ঘর কাকে বলে?
উত্তর: যে খামারে মাংস উৎপাদনকারী ব্রয়লার মুরগি পালন করা হয়। তাকে ব্রয়লার খামার বলে এবং যে ঘরে পালন করা হয় তাকে ব্রয়লার ঘর বলে।

প্রশ্ন-৫৯. হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা কোন দিকে থাকতে হবে?
উত্তর: হাঁস-মুরগির ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে।

প্রশ্ন-৬০, কত সপ্তাহ বয়সে ব্রয়লার মুরগি পূর্ণ ওজনপ্রাপ্ত হয়?
উত্তর: ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে ব্রয়লার মুরগি পূর্ণ ওজনপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন-৬১. মুরগি খামার পরিচালনায় কোন খাতে খরচ বেশি হয়?
উত্তর: মুরগি খামার পরিচালনায় মোট খরচের ৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্যক্রয় করতে।

প্রশ্ন-৬২, রেশন কী?
উত্তর: রেশন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় কোনো পশু বা পাখি দ্বারা গৃহীত খাদ্য।

প্রশ্ন-৬৩, সুষম খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর: খাদ্যে সকল পুষ্টি উপাদান সমানুপাতিক হারে বিদ্যমান থাকলে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৬৪. সুষম রেশন কাকে বলে?
উত্তর: যে রেশনে পাখির প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন উপস্থিত থাকে তাকে সুষম রেশন বলে।

প্রশ্ন-৬৫. হাঁসকে কত প্রকারের রেশন সরবরাহ করা হয়?
উত্তর: হাঁসকে বয়স ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩ প্রকার রেশন সরবরাহ করা হয়।

প্রশ্ন-৬৬. খাদ্য কী?
উত্তর: যা কিছু দেহে আহার্যরূপে গৃহীত হয় এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে ব্যবহৃত হয় বা শক্তি উৎপাদন করে তাই হলো খাদ্য।

প্রশ্ন-৬৭. গো-খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর: গবাদিপশু যে সকল উপাদান খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দেহে শক্তি উৎপাদন করে তাকে গো-খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৬৮. আঁশ জাতীয় খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর: যেসব খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ আঁশ থাকে এবং কম পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, তাকে আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৬৯. দানাদার খাদ্য কাকে বলে?
উত্তর: যে খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ এবং বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায়, তাকে দানাদার খাদ্য বলে।

প্রশ্ন-৭০. গবাদিপশুর খাদ্য কত প্রকার?
উত্তর: গবাদিপশুর খাদ্য ২ প্রকার।

প্রশ্ন-৭১. সাইলেজ কাকে বলে?
উত্তর: রসালো অবস্থায় ফুল আসার সময় সবুজ ও সতেজ ঘাসকে কেটে টুকরা করে সেগুলো বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে।

fb.@krisishikkha.com

প্রশ্ন-৭২, লিগিউম কী?
উত্তর: যে জাতীয় ঘাসে অধিক পরিমাণ প্রোটিন, শক্তি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে, তাই হলো লিগিউম।

প্রশ্ন-৭৩. হে তৈরির জন্য কোন ধরনের ঘাস উপযোগী?
উত্তর: হে তৈরির জন্য শিম গোত্রীয় ঘাস যেমন- সবুজ খেসারি, মাসকলাই বেশি উপযোগী।

প্রশ্ন-৭৪. হে কী? সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬।
উত্তর: হে হলো সবুজ ঘাসকে শুকিয়ে এর আর্দ্রতা ২০% বা তার নিচে নামিয়ে এনে প্রস্তুত করা।

fb:@krisishikkha.com